# ‘‘ঠেলার নাম বাবাজী’’

সাঈদ কামরান মির্জা
syed_mirza@hotmail.com

প্রাচীন বাঙ্গালী পন্ডিতগন সত্যিই অতি জ্ঞানীগুনী ছিলেন। এইসব পন্ডিতগন ক্রমে ক্রমে তাদের বুদ্ধি এবং মেধা খাটিয়ে রচনা করে গিয়েছেন অসংখ্য বাংলা প্রবাদ (proverb) যাহা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে পড়ে আছে নিতান্তই অযত্নে এবং অনাদরে। এইসব অতি দুর্লভ ও মুল্যবান প্রবাদ গুলোকে সংগ্রহ করে কোন বই তৈরী করা হয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই। তবে একাজটি কোন বাঙ্গালি ঐতিহাসিকের হাতে নেওয়া প্রয়োজন। যাক, এখন কাজের কথায় আসা যাক।

অনেক দেরি করে ফেলেছি লেখাটি লিখতে। আমার আজকের প্রবন্ধের শিরনাম ‘‘ঠেলার নাম বাবাজী’’ একটি অতি বিখ্যাত বাংলা প্রবাদ। এই বাঙ্গালীর বিখ্যাত প্রবাদটিকে নিয়ে একটি ব্যঙ্গ রচনা করার লোভ সামলাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আজ লিখতে বসলাম। জানি আমার এ রচনাটি বাঙ্গালী ইসলামিষ্টদেরকে অনেক ব্যথা দিবে। কিন্তু কি করব? এমন মোক্ষম সুযোগটিকে কি করে হারাই? ইসলামিষ্টদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি সর্বপ্রথম।

‘‘ঠেলার নাম বাবাজী’’ অথবা, ‘‘শক্তের ভক্ত, নরমের যম’’ এসব পন্ডিতি প্রবাদ যে কত সত্যি তাহা অনুভব করে আমি সত্যি খুব অবাক হয়েছি। গত কয়েক দশক ধরে পৃথিবীর সেরা শক্তিধর দেশ আমেরিকা একরকম ঘুমিয়ে ছিল একটি অলস সিংহের ন্যায়। ইসলামিক টেররিষ্টরা একের পর এক ক্রমাগতভাবে তাদের ইসলামী-জেহাদী বোমা ফাঁটিয়ে যাচ্ছিল আমেরিকানদের বিভিন্ন এম্বেসী গুলোতে। এমন কি শেষ পর্যন্ত খোদ আমেরিকার মাটিতে এসেও তাদের ইসলামি-বোমা মেরেছিল ইজিপ্টের সেই কাঁনা মোল্লার আদেশে। তখন অবশ্য আমেরিকার প্লেবয় প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন ভীষন ব্যস্ত ছিলেন অল্প বয়সী আর সুন্দরী মনিকাকে নিয়ে। তেমন মনোযোগ দেওয়ার সময় ছিলনা ক্লিন্টনের হাতে। শুধু মাঝে মাঝে ঘুমন্ত সিংহের লম্বা লেজটি দিয়ে কিছু মশামাছি তাড়ানো ছিল তার কাজ।

তারপর আসে সেই মানব ইতিহাসের জঘন্য দিন ‘‘নয়/এগার’’ এর মানব ইতিহাসের নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড। তিন হাজারেরও বেশি নির্দোষ মানব সন্তান বেঘোরে প্রাণ হারাল এবং আমেরিকার প্রাইড WTC ধবংস হয়ে গেল চোঁখের নিমিষে। এই নয়/এগারোর প্রচন্ড আঘাত খেয়ে আমেরিকা নামক ঘুমন্ত সিংহটি হুঙ্কার দিয়ে জেগে উঠল তার অলস নিদ্রা থেকে বাঘা প্রেসিডেন্ট বুশের নেতৃত্বে। প্রথমেই সে এক থাবা দিয়ে লন্ডভন্ড করে ধংস করে দিল আফগানিস্তানের মোল্লা-তালেবান-আল কায়দার আখঁড়া গুলোকে। তারপর সেই সিংহ টি প্রায় সারা পৃথিবীর মতের বিরোধ্যেই কয়েকটি ডেইজী-কাটারের আঘাতে পতন ঘটিয়ে দিল ইসলামের একমাত্র আশার আলো এবং মুসলিম বিশ্বের বীর, গর্ব, এবং আধুনিক আরবের সালাউদ্দিনের ইরাকী রাজত্বটি। শুধু তাই নয়, সেই রাগান্বিত সিংহ টি তার ধারালো নখঁ দিয়ে আক্রিয়ে ধরে দেশটিকে দখল করে বসল। একেবারে মাথায় বাড়ি পড়ল সারা বিশ্বের মুসলিমদের। শুধু কি তাই? কয়েক মাস না যেতেই ইসলামের প্রাইড আধুনিক আরবের সালাউদ্দিনকে তার লুকানো ইদুরের গর্ত থেকে হিড় হিড় করে টেনে তুলে বন্দী করল আমেরিকার সিংহ। আধুনিক আরবের সালাউদ্দিন এখন সিংহের খাচায় বন্দী এবং সে বসে বসে শিধু মাত্র বিচাররের দিন গুনছে।

আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বের তথাকথিত ‘‘Axis of Evils" দের তাবুতে ভীষন ভাবে টনক নড়ে উঠল। এইসব Evil গন গত ২০/৩০ বৎসর ধরে বেশ আরাম-আয়েশে টেররিজমের

খেলা খেলে যাচ্ছিল। লিবিয়ার একনায়ক গাদ্দাফী গত ৩০ বৎসর ধরেই বহু আকাম-কুকামের গার্জেন ছিলেন এবং বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করেছেন পশ্চিমাদের মাথার উপর বোমা ফাঁঠানোর খেলায়। সারা পৃথিবীর সকল কুষ্মান্ডদেরকে তার দেশে স্থান দেওয়াই ছিল গাদ্দাফীর এক চরম নেশা। বাঙ্গালী জাতির পিতা শেখ মুজিবের হত্যাকারীদেরকেও এই গাদ্দাফী জামাই আদরে তার দেশে জায়গা দিয়েছিল। তা'ছাড়া সারা বিশ্বের টেররিষ্টদের পৃষ্টপোষকতা করাই ছিল তার নেশা। সে তো আজ ইতিহাস।

ঐদিকে ইরান গত ২৫/৩০ বৎসরে কয়েক মিলিয়ন টাইমস আমেরিকাকে "Great Satan" খেতাবে ভুষিত করেছে, হামাস নামক জেহাদী টেররিষ্ট ফ্রন্ট তৈরী করে হাজার হাজার ইসলামী বোমা ফাটিয়েছে পশ্চিমা কাফেরদেরকে সায়েস্তা করার জন্য, এবং ইসলামী জেহাদী-জোঁশে উজ্জীবিত হয়ে পাকিস্তান থেকে আনবিক বোমার কৌশল সংগ্রহ করেছে। আর ইসলামের গার্জেন সৌদি আরব গত ৫০ বৎসরে পেট্রো-ডলারের গরমে সারা মুসলিম বিশ্বে এবং অমুসলিম কাফেরের দেশে হাজার হাজার টেররিষ্ট ফেক্টরী অর্থাৎ মাদ্রাসা-মসজিদ স্থাপন করে যাচ্ছিল সারা পৃথিবীকে ইসলামী সুরায় বেহুশ করার পবিত্র ইচ্ছায়। বলতে গেলে সারা বিশ্বে টেররিজমের ফেক্টরী তৈরিতে সৌদীদের কোন জুড়ি ছিল না।

কিন্তু বাদ সাদল বেটা ওসামা-বিন লাদেন। তার বোকামিতে ইসলামিষ্টদের সকল ষড়যন্ত্র বেস্তে গেল। সে তার ইসলামি স্বপ্নে বিভোর হয়ে ঘটালো একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে জঘন্যতম কান্ড। আর যায় কোথায়! ঘুমন্ত আমেরিকার সিংহ জেগে উঠল এক লাফ দিয়ে। যেই না বেটা বুশ (*আমেরিকার পাগলা সিংহ*) দুই দুই থাবায় মাত্র দু'টি দুষ্টু ইসলামি দেশ দখল করেছে–তারপরই দেখা গেল সব ইসলামী জোঁশ একেবারে চুপশে গেছে। এরা অবশেষে দেখতে পেল যে আমেরিকার সেই শান্তশিষ্ট লেজ বিশিষ্ট সিংহটি একলাফে জেগে উঠেছে এবং বেটা কাফের পাগলা বুশ আসলেই **means business,** এবং এই বেটাকে বিশ্বাস করা যায় না কখন কি করে বসে। তাইত আজ সব **Axis of Evils** একেবারে ভদ্রলোক বনে গেছে।

প্রথমে লিবিয়ার মুসলিম বীর গাদ্দাফীর কথাই বলা যাক। গাদ্দাফী তার কাঁন ধরে ও নাখে ক্ষত দিয়ে তিন তিন বার তোবা করেছে আর দুষ্টুমি নয়; এবার সে একজন ভদ্রলোক সেজে সভ্য দুনিয়ার ক্যাম্পে স্থান পেতে চায়। সে লকার্বিতে আমেরিকান বিমান ধ্বংসের দোষ অকপটে স্বীকার করে নিয়ে আমেরিকাকে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার দিয়েছে, ১৯৯৮ শনে ফ্রান্সের বিমান ধ্বংসের জন্য ১৭০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে, তার দেশে যত unconventional অস্ত্রের ফেক্টরি বন্ধ করে দিয়েছে এবং গাদ্দাফী আমেরিকার সকল দাবি মেনে নিয়ে একপায়ে দাড়িয়ে রয়েছে বন্ধুত্ব করার জন্য। গাদ্দাফী ইটালির প্রধান মন্ত্রীকে টেলিফোন করে বলেছে, *''আমেরিকা যাহা বলবে আমি তাহাই করতে রাজি আছি, কারণ আমি ভাল ভাবেই দেখেছি ইরাকে কি ঘটেছে। আমি বড্ড ভয় পেয়েছি''* ( লন্ডন ডেইলী টেলিগ্রাফ অনুযায়ী)। গাদ্দাফী আরও একটি মহান কাজ করেছে। সে ইরান, সিরিয়া এবং নর্থ কোরিয়াকে ভাল মানুষ সাজার জন্য উপদেশ দিয়েছে। কি আশ্চর্য গুণ সেই বাঙ্গালী প্রবাদ ''ঠেলার নাম বাবাজীর''***???***

আর টেররিজমের আসল জন্মদাতা সৌদী আরব তো একেবারে সুবোধ বালক সেজে বার বার প্রলাপ বকছে, ''*ঠাকুর ঘরে কে রে? জ্বি,আমি কলা খাই না*'' এর মত নিজেকে নির্দোষ দাবী করে আমেরিকার মিডিয়াতে প্রপাগান্ডা শুরু করেছে এবং নিজের দেশে পালটা জেহাদিদেরকে বেঘোরে পাকড়াও করা শুরু করেছে। আর বার বার প্রতিজ্ঞা করছে–''আমরা আমেরিকার সঙ্গে আছি, আমরাও জেহাদী-মোল্লাদের কে দেশ থেকে পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেব। কি অবাক কান্ড? ঠেলার কত মোজেজা!

ওদিকে ইরান একেবারে ভদ্রলোক বনে গেছে। ইরান তার জনপ্রিয় স্লোগান ''আমেরিকা দা গ্রেট সয়তান'' বলা চিরতরে বন্ধ করে কান ধরে কেবলই তোবা করেছে এবং সে তার দেশের

আনবিক কার্যকলাপের সকল অনুসন্ধান করার বেকসুর অনুমুতি দিয়েছে। শুধু কি তাই? ইরান আল-কায়দা টেররিষ্টদের ধরে দেওয়ার অঙ্গীকারও করেছে। মাত্র গত কয়েকদিন ধরে রিফর্মিষ্ট রাজনীতিকদের বহুদিন খোঁড়া যুক্তিতে ঠেকিয়ে রেখে আজ ছেড়ে দিয়েছে ইরানের আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহন করার জন্য। কারণ এই ইসলামীষ্টদের বুক আজ ধরফর করছে মাত্র ১০০ মাইল দুরে আমেরিকান কাফেরদের ১৫০ হাজার সৈন্যের অবস্থান দেখে।

কি নিদারুন পরিবর্তন, তাই না? যারা এতদিন ইসলামি টেররিষ্টদের দুধ-কলা খাইয়ে লালন-পালন করেছে তারাই আজ টেররিষ্টদেরকে ধরে দিচ্ছে! নর্থকোরিয়া তার জেহাদী চেহারা পরিবর্তন করে রাজী হয়েছে আন্তর্জাতিক কমিটিকে তার Communist Iron Curtain এ ঢুকতে দিয়েছে আনবিক কার্জকলাপ পরিদর্শন করার জন্য। কাকে বলে ভদ্রলোক? ঠেলার নাম বাবাজীর কি বড্ড গুন! কথায় বলে না—‘‘সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠে না’’।

আর পাকিস্তান যে নাকি গত কয়েক দশক ধরে তালেবান-আল কায়দা ফেক্টরি খুলে আফগানিস্তানে তালেবানি বেহেস্ত তৈরীতে অনেক মদদ যুগিয়েছিল আজ সিংহের হুংকারে তারাও আজ তালেবান-আল কায়দা ধ্বংসে আমেরিকাকে বেজায় সাহায্য করে যাচ্ছে। এবং সে পাকিস্তানের পাক-জমির চীর-শত্রু হিন্দু কাফের ইন্ডিয়ার সঙ্গেও খাতির করার জন্য শশব্যস্ত হয়ে পড়েছে । কথায় বলে না, ‘‘শক্ত রাজার ভয়ে বাঘে-মহিষে এক ঘাটে পানি খায়’’। আজ হয়েছে সেই অবস্থা!

ইতিহাসের শিক্ষা যদি আমরা স্মরন করি তা’হলে দেখতে পাই যে এই ‘‘ঠেলার নাম বাবাজী’’ অথবা ‘‘শক্তের ভক্ত, নরমের যম’’ এর খেলাই চলে এসেছে সর্বত্র। রোমান সভ্যতা, ফেরাওন দের সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, আলেকজান্ডারের বিশ্ব বিজয়, আরব-ইসলামিক সভ্যতা, চেঙ্গিস খান অথবা এই সেদিনের ব্রিটিসদের রাজত্ব এসবই টিকে ছিল ‘ঠেলার নাম বাবাজী‘ দিয়ে। যতদিন ঠেলার শক্তি ছিল ততদিনই তাদের নিজ নিজ রাজত্ব ঠিক রাখতে পেরেছিল। আর যখন ঠেলা দেওয়ার শক্তি নিশেষ হয়ে গিয়েছিল তখনি রাজার রাজত্ব শেষ হয়েছিল। আমেরিকা আজ এক পরমশক্তি এবং তার কোন জুড়ি আপাতত নেই। তাই আমেরিকাকে তার supremacy বজায় রাখতে হলে মাঝে মাঝে ডেইজী কাটার বোমা দিয়ে এরূপ দু’একটি বড় ঠেলা দিতে হবে বৈকি! কারণ বাংলার পন্ডিতগন বলে গিয়েছেন অমুল্য বানী—‘‘শক্তের ভক্ত, নরমের যম’’, ‘‘জোর যার মুল্লুক তার’’ অথবা ‘‘ঠেলার নাম বাবাজী’’। কথাগুলো যে কি নিদারুন সত্য তাহা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কি বলেন জনাবরা?